হেল্‌প (HELP)

দি মোনঘরীয়ান্স

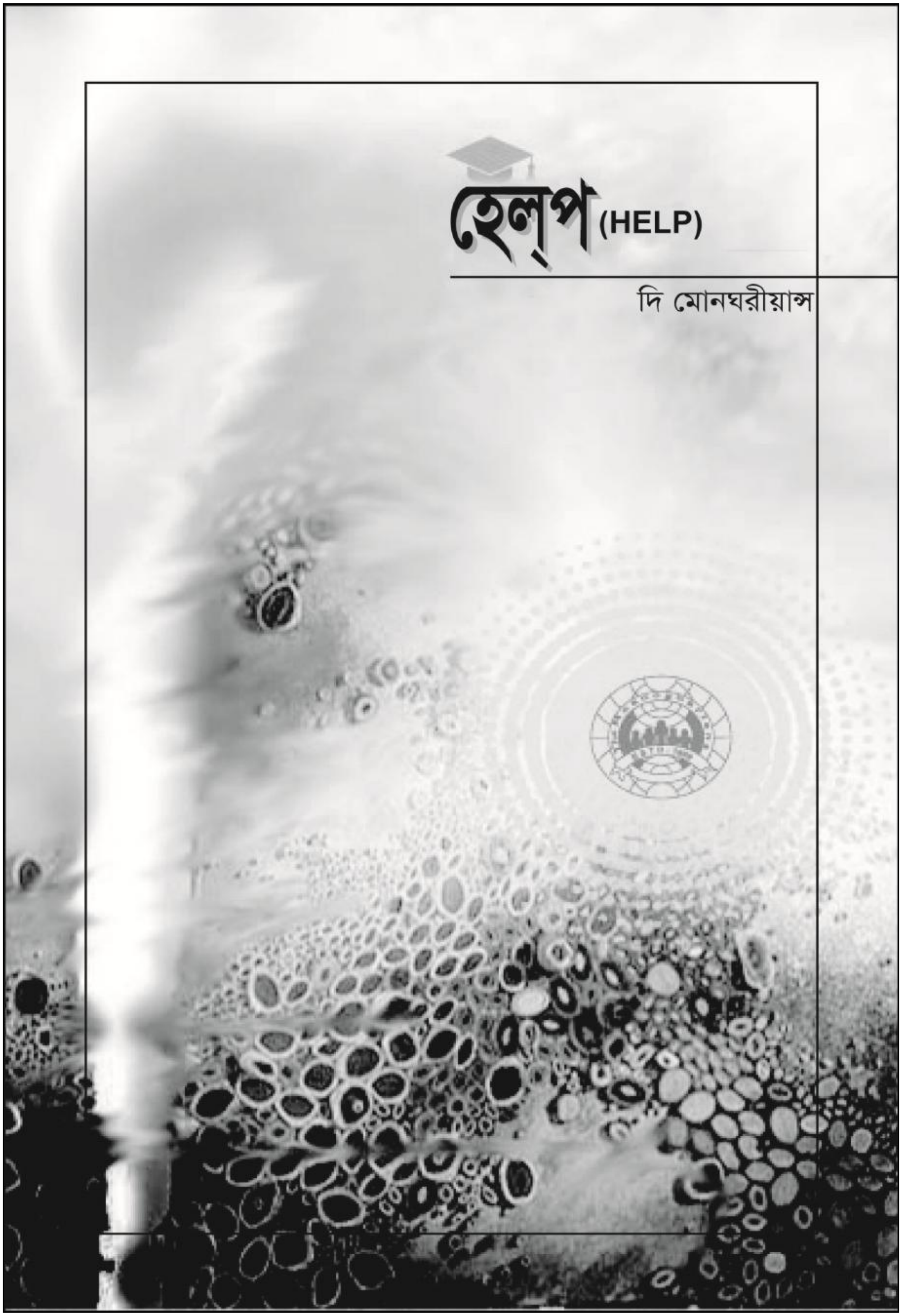

হেল্প

সম্পাদক

নন্দ কিশোর চাকমা

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও প্রচ্ছদ ডিজাইন

বিমলেশ্বর চাকমা

প্রকাশনায়

দি মোনঘরীয়ান

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০১৫

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ২০

মুদ্রণে

সীবলী অফসেট প্রেস

কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি।

ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৮৮২

আপনার সামান্য সহযোগিতায় একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে

'হেল্প' মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। চরম দরিদ্রতার কারণে এসএসসি বা এইসএসসি পাশের পর প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে বা তাদের মেধা বিকশিত হতে পারছে না। মোনঘর হেল্প থেকে সহযোগিতা প্রার্থীদের সংখ্যাও প্রতি বছর বেড়ে চলছে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সবাইকে সহযোগিতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সবারই কম-বেশি আর্থিক টানাপোড়েন থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা যদি যে যার অবস্থান থেকে আজকে একটু ত্যাগ স্বীকার করে এ মহতি উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারি তাহলে তার সুফল ভোগ করবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা সমগ্র দেশ ও জাতি।

আমরা অনেকেই হয়তো হাজার টাকা দিতে পারবো না, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো একশ থেকে শুরু করে কয়েক শত টাকা দান করতে পারবো। সহস্রজনে মিলে যদি শতটাকা দিতে পারি, তাহলে সেটাই হবে আমাদের বড় শক্তি। আজকে আপনার সামান্য সহযোগিতা হতে পারে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার। পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাময়ী অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণে আপনিও হেলপ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

আর্থিক সহযোগিতার জন্যে আমাদের হিসাব নিম্নরূপঃ

Account Name: The Moanogharians - HELP

A/C No.: ০০৪৮-০৩১০০০৭৯২০

এছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও অর্থ পাঠানো যাবেঃ বিকাশ নম্বর - ০১৮১৮৪৫৯৪১৭।

আমরা আর্থিক হিসাবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে আমরা 'হেল্প'-এর যাবতীয় হিসাব সকল আর্থিক সহযোগিতা প্রদানকারীকে এসএমএস/ই-মেইলে এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করে থাকি। 'হেল্প' সম্পর্কিত যে কোন তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করা যাবে:

ফোন নং- ০৩৫১-৬১২০৬, মোবাইল: ০১৫৫৬৫২৯৯৪৩

ই-মেইল: moanoghar@gmail.com

সূচীপত্র

- দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে- পৃ- ২
- মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারনা- পৃ- ৩
- ২০১৪ সালে যারা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন তাদের তালিকা- পৃ- ৫
- হেল্‌প এর অধীনে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা ও তাদের অভিব্যক্তি- পৃ- ৮
- বর্তমানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ- পৃ- ২৩
- আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (জানুয়ারী ২০১৪ - জুন ২০১৫)- পৃ- ২৭
- জানুয়ারী ২০১৪ - জুন ২০১৫ পর্যন্ড় যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন- পৃ- ২৯

আপনার সামান্যতম সহযোগিতা একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে

দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য- মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। সংক্ষেপে এটি মোনঘর হেল্প (Higher Education Loan Program- HELP) নামে পরিচিত। এই ঋণ পাওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে, উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রী তার পড়ালেখা শেষ করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করে উপার্জন শুরু করলে নির্ধারিত হারে গৃহীত ঋণ (সুদ ব্যতীত) নিয়মিত পরিশোধ করবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পরিশোধিত অর্থ দিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি ঘুর্ণায়মান তহবিল প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে আরো বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মোনঘরের এই শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে অনেকে দেশে এবং দেশের বাইরে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে মোনঘরের পক্ষে এই কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। মোনঘরের উচ্চ শিক্ষা ঋণ কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করলে তিন পর্যায়ের মধ্যে সর্বশেষ পর্যায়টি শুরু হয় ২০১১ সালে। দীর্ঘদিন 'হেলপ' কর্মসূচী বন্ধ থাকার পর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর ঐকান্তিক কর্ম উদ্যোগের ফলে 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব আর্থিক সহযোগিতায় এ কর্মসূচী আবার চালু করা হয়। বর্তমানে দেড় শতাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, মোনঘরের শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে মোনঘর ও 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর যৌথ উদ্যোগে 'হেল্প'- কার্যক্রম চালু রয়েছে। এর আওতায় বর্তমানে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে।

হেল্প এর অধীনে উল্লেখিত ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতার বড় অংশটি এখনও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেই আসে। আশার কথা, বর্তমানে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণও এ মহতি কাজে এগিয়ে আসছেন। মোনঘরের উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে 'মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের আরও কয়েকটি এলাকায় অনুরূপ সাপোর্ট গ্রুপ গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া এ কর্মসূচীর আওতাধীনে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্মৃতিস্মারক বৃত্তি চালু করেছেন। যেমন– নিরোদ বালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি, করুণা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি, কিরণ চন্দ্র দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি এবং অরবিন্দ চাকমা- পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি। আমরা দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে মোনঘরের সকল প্রাক্তন ছাত্রী-ছাত্রী, শিক্ষানুরাগী ও শুভাকাঙ্খীদের এই মহতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একটি শিক্ষিত সমাজ গড়তে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাবো।

বিগত সংখ্যাটির ধারাবহিকতায় দি মোনঘরীয়ান্স তথা হেল্প এর আর্থিক হিসাবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার লক্ষ্যে হালনাগাদ আকারে এ সংখ্যাটি প্রকাশ করা হল। এছাড়াও প্রতিমাসের সকল আর্থিক হিসাব নিকাশ ই-মেইল/ এসএমএস এর মাধ্যমে হালনাগাদ করা হচ্ছে। একইভাবে ষান্মাষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনও নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা দি মোনঘরীয়ান্স-এর কার্যক্রম আরো ভালভাবে পরিচালনার জন্য সকলের মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

যারা এ পুস্তিকা প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেঁর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা লেখাগুলো সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেছেন। হেল্প এর সহযোগিতায় অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী তাদের মতামত দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ রইল।

নন্দ কিশোর চাকমা

সাধারণ সম্পাদক

বিপ্লব চাকমা

সভাপতি

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারনা

পটভূমিঃ মোনঘর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত তিন দশকের অধিক সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা থেকে দশ ভাষাভাষি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন আবাসিক। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মোনঘরের বরাবরই সুনাম রয়েছে। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় বরাবরই ভাল ফলাফল করে আসছে। তিন পার্বত্য জেলার বিচারে এসব পরীক্ষাতে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় হতে জিপিএ 'এ' ও 'এ প্লাস' প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বরাবরই অনেক উপরে থাকে।

মোনঘরে ১ম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এসএসসি'র পর তাদের ভবিষ্যত কী হবে - এটা বরাবরই বড় প্রশ্ন ছিলো। এই প্রশ্নের মীমাংসা হিসেবে ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হতো। এসব ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা তথা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোনঘর কর্তৃপক্ষ আশি দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম' (Moanoghar Higher Education Loan Program- HELP) শুরু করে, যা 'হেলপ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে মোনঘরের আর্থিক সংকটের কারণে ২০০৬ সালে এই 'হেলপ' কর্মসূচী স্থগিত হয়ে যায়। তবে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্প্রতি 'দি মোনঘরীয়ান্স' উক্ত 'হেলপ' পুনরুজ্জীবন করতে এগিয়ে আসে। বর্তমানে এই 'হেলপ' কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম কি এবং কেন?

এক কথায়, মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এই কার্যক্রমের শুরুতে বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তা ঋণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বৃত্তি থেকে ঋণে রূপান্তর করার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এই 'হেলপ'-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেওয়া। তবে এটি ঋণ হলেও গতানুগতিক ঋণের মত নয়। উপকারভোগী কোন ছাত্র-ছাত্রী তার পড়ালেখা শেষ করে যখন কর্ম জীবনে প্রবেশ করবে অথবা কোন না কোন পেশায় জড়িত থেকে আয় উপার্জন শুরু করবে তখন থেকে তার মাসিক উপার্জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন কিস্তিতে ভাগ করে তার গৃহীত উচ্চশিক্ষা ঋণ পরিশোধ করবে। সেই পরিশোধিত অর্থ দিয়ে পরবর্তীতে পুনরায় কোন সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এভাবে ঋণ ঘূর্ণায়মান চক্রের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ীভাবে চালু রাখা।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি/ ঋণ সহায়তার মাধ্যমে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া;

২. সমাজ ও দেশের উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে অবদান রাখা;

৩. যৌথতা ও পারস্পরিক সহযাগিতার মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে মোনঘর উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় আনুমানিক ১৯৮৫ সাল থেকে। প্রথমে এই কার্যক্রম দু'এক জন ছাত্রকে দিয়ে শুরু হলেও ১৯৯০-৯১ সাল থেকে এর পরিধি বেড়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে কেবল মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে উচ্চশিক্ষা ঋণ দেওয়া হলেও তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই 'হেলপ' আওতায় শিক্ষা লাভের আবেদন জানায়। পরে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকেও উচ্চশিক্ষা ঋণের সুযোগ দেওয়া হয়। মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমকে তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা যায়।

প্রথম পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে মোনঘর নিজস্ব অর্থায়নে ও কিছু পরে বৈদেশিক অনুদান নিয়ে 'হেলপ'-এর কার্যক্রম হাতে নেয় এবং তা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই পর্বে 'হেলপ'-এর আওতায় প্রায় তিনশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে মোনঘর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলে উচ্চ শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার মত উপক্রম হয়। এর ফলে তৎকালীন সময়ে মোনঘর শিশুসদনসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শতশত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমার নিকট সহযোগিতার জন্যে আবেদন জানানো হয়। মন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মোনঘরের জন্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প' নামে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত প্রকল্পের সহায়তায় মোনঘর 'হেলপ' কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হয়। এ প্রকল্পের সহায়তায় বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় দুই শতাধিক আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ লাভ করে।

তৃতীয় পর্যায়ঃ উল্লিখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০০৬ সালে শেষ হয়ে যায়। প্রকল্প সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে মোনঘর চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য জরুরী চাহিদা যেমন আবাসিক শিশুদের খাদ্য ও আবাসন ইত্যাদি মেটাতে গিয়ে 'হেলপ' কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে তখন 'হেলপ' কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন 'হেলপ' কর্মসূচী বন্ধ থাকার পর কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর ঐকান্তিক কর্ম উদ্যোগের ফলে 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর মাধ্যমে ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে মোনঘরের 'হেলপ' কর্মসূচী আবার চালু করা হয়। বর্তমানে মোনঘর ও 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর যৌথ উদ্যোগে তা চালু রয়েছে। মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে 'হেলপ'-এর আওতায় মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এই কর্মসূচীর আওতায় ৫০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে।

'হেলপ'-এর অর্জনঃ এ কর্মসূচীর অর্জনকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রায় ৫০০-এর অধিক শিক্ষার্থী এ কর্মসূচীর আওতায় সহযোগিতা গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তারা সুনাগরিক হিসেবে সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি অনেকেই দেশে বিদেশে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বলতে দ্বিধা নেই, 'হেলপ' কর্মসূচী পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৪ সালে যারা আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন তাদের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	স্থায়ী ঠিকানা
১	সুপন চাকমা	রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	তড়িৎ প্রকৌশল	বামে লংগদু, লংগদু, রাঙ্গামাটি
২	রোনাল চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজী	যাত্রামনি পাড়া, নানিয়াচর, রাঙ্গামাটি
৩	শুভকর চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ তত্ত্ব	আন্দার মানেক, বরকল, রাঙ্গামাটি
৪	সুচিনা চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (এমআইএস)	দেবছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৫	নিপন ত্রিপুরা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মনস্তত্ত্ব	৩ নং রাবার বাগান, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৬	সুলভ চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইন	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৭	ভানরাম থিওর বম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চারুকলা	বেতেল পাড়া, রুমা, বান্দরবান
৮	অন্দ্রু দেওয়ান	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচেলর অব এডুকেশন	নয়া পাড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
৯	রিগ্যান দেওয়ান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ফলিত রসায়ন ও প্রকৌশল	গুলশছড়ি, নানিয়াচর, রাঙ্গামাটি
১০	প্রদীপ চাকমা	নারায়নগঞ্জ	ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	বারাবান্যে মোন, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি
১১	অপূর্বা চাকমা	আর্মড ফোর্স মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউট, ঢাকা	বিএসি নার্সিং	বরকল, বরকল, রাঙ্গামাটি
১২	প্রকাশন চাকমা	খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	মহাজন পাড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	স্থায়ী ঠিকানা
১৩	তপন চাকমা	কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	বিবিএ, একাউন্টিং	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
১৪	পল্লব চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ভাষাতত্ত্ব	চেয়ারম্যান পাড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
১৫	সুনীল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বায়োকেমিস্ট্রি	চাইল্যাতলী, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১৬	অসীম চাকমা	পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, ফেনী	ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজী	বাবুছড়া, দীঘিনালা, রাঙ্গামাটি
১৭	প্রনয় চাকমা	শ্যামলী আইডিয়্যাল পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
১৮	অর্পন চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সাংবাদিকতা	কেয়াংঘাট, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৯	হিমেল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	রাজনীতি বিজ্ঞান	হাগলাছড়া, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
২০	জেস চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	মধ্যবানছড়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
২১	অমর শান্তি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ভূগোল	ভরত পাড়া, থানচি, বান্দরবান
২২	মিন্টু চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান বিভাগ	থেগা থুমবাগ, বরকল, রাঙ্গামাটি
২৩	নিশাকর চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ব্যাংকিং	শুকনাছড়ি, বরকল, রাঙ্গামাটি
২৪	হিতৈশি চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	বামে আটরকছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
২৫	অননিতা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	টংগ মহাজন পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
২৬	থৈ অং মার্মা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	অর্থনীতি	মংজাই কার্বারী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
২৭	থোয়াই চিংনু মার্মা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মেরিন সাইন্স	নতুন পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
২৮	জয়া ত্রিপুরা	কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ	এমবিবিএস	যামিনী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	স্থায়ী ঠিকানা
২৯	জিগীসা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিএসসি নার্সিং	কলোনী পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
৩০	নিটোল চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টারিয়র ডিজাইন টেকনোলজী	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
৩১	কাজলিকা দেওয়ান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পরিবেশ ও ফলিত রসায়ন	মাইছছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
৩২	হাথোই চিং মার্মা	নটরডেম কলেজ, ঢাকা	মানবিক	থানচি, বান্দরবান
৩৩	চিংইয়ং ম্রো	বান্দরবান কলেজ	ব্যবসায় শিক্ষা	রাংলাই চোয়ারম্যান পাড়া, বান্দরবান সদর, বান্দরবান
৩৪	শোভারানী চাকমা	ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা	বিজ্ঞান বিভাগ	মরংছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৩৫	রুনি চাকমা	ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা	ব্যবসায় শিক্ষা	বদনি ছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি

বর্তমানে মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অধ্যয়রত ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	রোনাল চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজী	৪র্থ	যাত্রামনি পাড়া, নানিয়াচর, রাঙ্গামাটি
২	শুভকর চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ তত্ত্ব	৪র্থ	আন্দার মানেক, বরকল, রাঙ্গামাটি
৩	সুচিনা চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (এমআইএস)	৪র্থ	দেবছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৪	নিপন ত্রিপুরা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মনস্তত্ত্ব	৪র্থ	৩ নং রাবার বাগান, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৫	সুলভ চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইন	৩য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৬	ডসিংনু মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	৩য়	উজানী পাড়া, বান্দরবান সদর
৭	ম্রাগ্য প্রু মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা	১ম	মিনঝিড়ি পাড়া, বান্দরবান সদর
৮	পাই মং মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা	১ম	গোগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর
৯	অমর শান্তি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ভূগোল	২য়	ভরত পাড়া, থানচি, বান্দরবান
১০	পুরক চাকমা	ডুয়েট	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	২য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর
১১	সুপন চাকমা	রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	তড়িৎ প্রকৌশল	৪র্থ	বামে লংগদু, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১২	প্রকাশন চাকমা	খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৩য়	মহাজন পাড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১৩	অন্দ্র দেওয়ান	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচলর অব এডুকেশন	৩য়	নয়া পাড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৪	হেভেন চাকমা	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচলর অব এডুকেশন	২য়	টেকনিক্যাল পাড়া, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
১৫	জয়া ত্রিপুরা	কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ	এমবিবিএস	৫ম	যামিনী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
১৬	সুইউক্রই মারমা	রাঙ্গামাটি মেডিক্যাল কলেজ	এমবিবিএস	১ম	পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি
১৭	অপূর্বা চাকমা	আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল ইনিস্টিটিউট, ঢাকা	বিএসি নার্সিং	৩য়	বরকল সদর, রাঙ্গামাটি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১৮	জিগীষা চাকমা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	বিএসসি নার্সিং	২য়	কলোনী পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৯	তপন চাকমা	কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিং	বিবিএ, একাউন্টিং	৩য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
২০	রেং ইয়ং ম্রো	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলা	১ম	রামঝু পাড়া, বান্দরবান সদর
২১	রাসেল চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	১ম	আন্দারমানিক, বরকল, রাঙ্গামাটি
২২	অর্পন চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সাংবাদিকতা	২য়	কেয়াংঘাট, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
২৩	ভানরাম থিণ্ডর বম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চারুকলা	৪র্থ	বেতেল পাড়া, রুমা, বান্দরবান
২৪	পল্লব চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ভাষাতত্ত্ব	২য়	চেয়ারম্যান পাড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
২৫	সুনীল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বায়োকেমিস্ট্রি	৩য়	চাইল্যাতলী, লংগদু, রাঙ্গামাটি
২৬	মিন্টু চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	২য়	থেগা থুমবাগ, বরকল, রাঙ্গামাটি
২৭	হিমেল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	রাজনীতি বিজ্ঞান	২য়	হাগলাছড়া, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
২৮	জেস চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২য়	মধ্যবানছড়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
২৯	নিশাকর চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ব্যাংকিং	২য়	শুকনাছড়ি, বরকল, রাঙ্গামাটি
৩০	হিতৈষী চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	২য়	বামে আটরকছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
৩১	অননিতা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	২য়	টংগ মহাজন পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৩২	থৈ অং মার্মা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	অর্থনীতি	৩য়	মংজাই কার্বারী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৩৩	কাজলিকা দেওয়ান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পরিবেশ ও ফলিত রসায়ন	২য়	মাইছছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
৩৪	বিদর্শন দেওয়ান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	২য়	মহাজনপাড়া, নানিয়ারচড়, রাঙ্গামাটি
৩৫	দিনট চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	১ম	উদলবাগান, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
৩৬	শান্তি জীবন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমাতত্ত্ব	১ম	কজেইছড়ি, ঘাগড়া, কাউখালী, রাঙ্গামাটি
৩৭	উলা চিং চাক	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	১ম	চাক হ্যাডম্যান পাড়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
৩৮	যোগেশ্বর ত্রিপুরা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ, ব্যবস্থাপনা	১ম	সাধু পাড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি সদর
৩৯	জেরিকো চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মাইক্রো বায়োলজি	১ম	শৈলেশ্বরী, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
৪০	হেলি চাকমা	ইডেন মহিলা কলেজ	উদ্ভিদ বিদ্যা	শেষ বর্ষ	শিল কাটা ছড়া, দুরছড়ি, বাঘাইছড়ি
৪১	হাথোই চিং মার্মা	আইবিইউ, বাংলাদেশ	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট	১ম	বংয়ক হ্যাডম্যান পাড়া, থানচি, বান্দরবান
৪২	অসীম চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট, ফেনী	ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি	৩য়	বাবুছড়া, দীঘিনালা, রাঙ্গামাটি
৪৩	প্রনয় চাকমা	শ্যামলী আইডিয়্যাল পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৪৪	নিটোল চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টারিয়র ডিজাইন টেকনোলজি	২য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
৪৫	চিংইয়ং ম্রো	বান্দরবান কলেজ	এইসএসসি সমাপনি'১৫		রাংলাই চোয়ারম্যান পাড়া, বান্দরবান
৪৬	শোভারানী চাকমা	ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা	এইসএসসি সমাপনি'১৫		মরংছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৪৭	রুনি চাকমা	ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা	এইসএসসি সমাপনি'১৫		বদনি ছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৪৮	প্রিয়াংকা চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নার্সিং	১ম	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
৪৯	দীপন চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নার্সিং	১ম	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
৫০	সাপন্টী চাকমা	জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	নার্সিং	১ম	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি

বিঃ দ্রঃ হালনাগাদ তথ্য জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত

মোনঘরে অবস্থান করে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	টিপন চাকমা	রাঙ্গামাটি স. কলেজ	অনার্স	২য়	বড় হরিনা, বরকল, রাঙ্গামাটি
২	দিলীপ চাক্‌মা	ঐ	বিবিএস	২য় বর্ষ	ব্রক্ষদত্ত পাড়া, থানছি
৩	বাবুধন চাক্‌মা	ঐ	মানবিক	অনার্স ১ম বর্ষ	গদাবন্যাছড়া, লংগদু
৪	টিকেল চাক্‌মা	ঐ	মানবিক	অনার্স ১ম বর্ষ	সোনাই, লংগদু
৫	মোতায়ন চাক্‌মা	ঐ	ব্যবসায়	অনার্স ১ম বর্ষ	রকবিবছড়া, ভূষণছড়া
৬	অনুপম চাকমা	ঐ		ঐঝঈ পাশ	শনখলা আদাম, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
৭	নতুন জয় চাকমা	ঐ	মানবিক	HSC ২য় বর্ষ	আন্দারমানেক, বরকল, রাঙ্গামাটি
৮	অপিল চাকমা	ঐ	বিজ্ঞান	HSC ১ম বর্ষ	কেয়াংঘাট, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
৯	সুশীল চাকমা	রা. পাবলিক ক.	ব্যবসায়	HSC ১ম বর্ষ	মধ্যম বোয়ালখালী, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি
১০	বাপ্পি চাক্‌মা	রাঙ্গামাটি স. কলেজ	মানবিক	HSC ১ম বর্ষ	কড়ল্যাছড়ি, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১১	ক্লিন্টন চাক্‌মা	ঐ	বিজ্ঞান	HSC ১ম বর্ষ	শিজক মুখ, মারিশ্যা, বাঘাইছড়ি
১২	এমপিসন চাক্‌মা	ঐ	ব্যবসায়	HSC পরীক্ষার্থী' ১৫	বাকছড়ি, নানিয়িারচর
১৩	রবিধন চাক্‌মা	ঐ	মানবিক	HSC ২য় বর্ষ	জুরাছড়ি, নানিয়ারচর
১৪	রিমেন চাক্‌মা	ঐ	মানবিক	HSC ২য় বর্ষ	তারাবনিয়া, দীঘিনালা
১৫	সুপ্রিয় চাকমা	ঐ	মানবিক	HSC পাশ	বামে আটরকছড়া, লংগদু
১৬	প্রিয় কান্‌ড়ি চাকমা	ঐ	ব্যবসায়	HSC পাশ	দাতি পাড়া, লংগদু
১৭	অংক্যহ্লা মারমা		ব্যবসায়	SSC	বেতবুনিয়া, কাউখালী

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১৮	তুষিতা চাকমা	রা. মহিলা কলেজ	ব্যবসায়	HSC ১ম বর্ষ	রকবিব ছড়া, বরকল,
১৯	পহেলা চাক্মা	রা. মহিলা কলেজ	ব্যবসায়	HSC ১ম বর্ষ	গোদাবান্য ছড়া, লংগদু
২০	পদার্থী চাক্মা	রা. পাবলিক ক.	ব্যবসায়	HSC ১ম বর্ষ	পূর্ব খেদারাছড়া, বেলছড়ি, মাটিরাঙ্গ
২১	সারথি চাক্মা	রা. মহিলা কলেজ	ব্যবসায়	HSC ১ম বর্ষ	দূর্গমনি পাড়া, পানছড়ি
২২	সুবর্ণা চাক্মা	ঐ	ব্যবসায়	HSC ১ম বর্ষ	তারাবনিয়া, দীঘিনালা
২৩	রিংকি চাক্মা	ঐ	মানবিক	HSC ১ম বর্ষ	রকবিব ছড়া, ভূষণছড়া

এছাড়াও মোনঘর থেকে পাশ করে বিভিন্নভাবে মোনঘরের সহযোগিতা নিয়ে বর্তমানে ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছেন। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন, নার্সিং ২ জন এবং কলেজে ১২ জন।

আমা বেগ মোনঘর

মোনঘর একটি আলোকবর্তিকার নাম। একটি চেতনার নাম। যার বিচ্ছুরণ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের গন্ডি পেরিয়ে কেবল বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ছে। মোনঘর এমন একটি জায়গা যেখানে মিলিত হয়েছে সত্তা, থেগা, চেঙে, মেয়োনি, কাজলং, বরগাঙ (কর্ণফুলী), ফেণী, রেঙখিয়ং, সাঙগু ও মাতামুহুরীর আবহমানকালের স্রোত; যেখানে জীবনের নতুন পথের সন্ধানলাভ করে পাংখোয়া, খুমী, লুসাই, ম্রো, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা, সাঁওতাল ও রাখাইন শিশুরা।

ত্যাগী কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাত ধরে ১৯৭৪ সালে পথচলা শুরু হয় মোনঘরের। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী পশ্চাৎপদ আদিবাসী জাতির সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে কেবল শিক্ষা বিস্তারই নয় একই সমান্তরালে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও মোনঘর রেখেছে বিশাল ভূমিকা। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মোনঘর শিশুসদনে কারিগরি প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক মূল্যবোধ গঠন, বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা চেতনার প্রসার তথা বৈশ্বিক মানবতাবোধের শিক্ষা মোনঘরকে কেবল একটি অনাথ আশ্রম বা একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেনি, একই সাথে এটি হয়ে উঠেছে একটি মানবিক আশ্রয়স্থল। মোনঘরের সাবেক একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের মননজগতের বিকাশে এই প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন সময়ে অর্জিত শিক্ষাগুলো জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কী পরিমাণ কাজে লাগতে পারে তা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়ন করতে এসে উপলব্ধি করতে পারছি। মোনঘরের এই আদর্শিক পথচলা অব্যাহত থাকুক।

সীমিত পরিসরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে পথচলা শুরু করা মোনঘর আজ কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, আমাদের সমাজ জীবনে একটি অঙ্গীকারের নামও বটে। সেই অঙ্গীকার হলো সমাজকে জাগানোর এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখানোর। তাই নানা সীমাবদ্ধতা এবং বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মোনঘর এগিয়ে যাচ্ছে তার স্বকীয় আদর্শ বজায় রেখে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধু মোনঘর নয়, মোনঘরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরাও মোনঘরের প্রদর্শিত চেতনায় বলীয়ান, যারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে মোনঘরের পথচলায় ভূমিকা রেখে চলেছেন। মোনঘরের আদর্শিক চেতনাকে ধারন করে তারা পার্বত্য অঞ্চল থেকে দেশে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসা অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার উদ্যোগ শুরু করেন যা Higher Education Loan Program-HELP হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই HELP-কর্মসূচীর একজন হিসেবে এটুকুই বলবো - এই HELP-এর সহায়তা না পেলেও অনেক তরুণ শিক্ষার্থী হয়তো উচ্চ শিক্ষাটা চালিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু এই HELP যেভাবে আমাদেরকে মধ্যে এক সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও শেকড়ের টানে দায়িত্ব সচেতন হয়ে উঠার যে শিক্ষা দিয়েছে, সেখান থেকে আমরা অনেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম।

আশা রাখি, ব্যক্তি জীবনে যে লক্ষ্য ও স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি তার ধারাবাহিকতায় কোন এক সময় সার্থক একটা শিক্ষাজীবন শেষে আলোকভবন, দীপ্তিভবন, প্রজ্ঞাভবন, শান্তিভবন, জ্ঞানশ্রী ভবন, মৈত্রীভবন বা করুণা ভবনের বারান্দায় প্রাণভরে গাইতে পারবো-

"আমা জাগা আমা ঘর
আমা বেগ মোনঘর"

সুলভ চাকমা,
৩য় বর্ষ, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার কাছে 'মোনঘর'

HELP- এর সুবাদে 'মোনঘর' শব্দটির সাথে আমার প্রথম পরিচয়। মোনঘর একটি চাকমা শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হল জুম ক্ষেতে নির্মিত অস্থায়ী ঘর। ২য় বর্ষে থাকাকালীন জানতে পারি মোনঘর থেকে আদিবাসী গরীব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এরপর মোনঘরের ওয়েবসাইট থেকে HELP- এর আবেদন ফরমটি নামিয়ে নিই। তারপরের দিনই ফরমটি নিয়ে মোনঘরে যাই। তখনই প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতপক্ষে মোনঘর কী।

আমার কাছে 'মোনঘর' হচ্ছে একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান যা পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটিতে ১ম-১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নের সু-ব্যবস্থা রয়েছে। আবাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরী, সংগীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি। এসএসসিতে ভাল করা ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে থেকে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজগুলোতে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। উচ্চতর শিক্ষা সুনিশ্চিতের জন্য চালু রয়েছে 'উচ্চ শিক্ষা ঋণ কর্মসূচী' (HELP)'। এককথায়, পার্বত্য অঞ্চলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো 'মোনঘর'।

আমিও এই প্রতিষ্ঠানের HELP থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বিঘ্নে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারছি। মোনঘর এর সাথে সংশ্লিষ্টসকলকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মোনঘরের অগ্রযাত্রা চলমান থাকুক।

থৈঅং মারমা
অর্থনীতি বিভাগ, ৩য় বর্ষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মোনঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা

বর্তমানে আমার পছন্দের বিষয় নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছি। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময় সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকতাম উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে বাবা আর্থিকভাবে সহায়তা দিতে পারবে কিনা। অতপরঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমার লেখাপড়ার খরচ বহন করা আমার বাবার পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। এমন অবস্থায় মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচী থেকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিলাম। মোনঘর কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেই সহযোগিতা নিয়ে বর্তমানে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছি। এজন্য মোনঘরের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে কর্মজীবনে প্রবেশ করে আমার ঋণ পরিশোধ করার এবং সাধ্যমতো মোনঘরের মাধ্যমে পাহাড়ের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যাওয়ার।

কাজলিকা দেওয়ান
পরিবেশ ও ফলিত রসায়ন, ২য় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমি ও মোনঘর

আমি যখন ক্লাশ থ্রিতে পড়ি, তখন মোনঘরের নাম শুনেছিলাম। পরের বছরই আমাকে মোনঘরে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। ক্লাশ ফোর থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত আটটা বছরই মোনঘরে কাটিয়েছিলাম। হয়তো একটু কষ্ট করে ছিলাম, কিন্তু অর্জনটা তার চেয়ে বেশি। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মোনঘরে এসে যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু জেনেছি, যা কিছু শিখেছি অন্য কোথাও ভর্তি হলে তা কোনদিন হয়তো পেতাম না।

মোনঘরকে আদিবাসীদের একটা মিলন কেন্দ্র বলবো। কারণ এখানে পার্বত্য অঞ্চলের সব জাতিগোষ্ঠীর গরীব ও সুযোগ বঞ্চিত শিশুরা পড়াশুনা করতে আসে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো প্রসারে মোনঘরের অবদান কেউ কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। আর এখানে এসে অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের সংস্কৃতি-রীতিনীতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি। কলেজের গন্ডি পেরিয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছি কিন্তু এমন খুব কমই বন্ধু পেয়েছি যাদের খুমি, বম, লুসাই, চাক বা ম্রো বন্ধু ছিল কিংবা যারা খুব কাছে থেকে তাদের সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এজন্য মোনঘরের ছাত্র হিসেবে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি। এখন কোন বন্ধুকে মোনঘরের ছাত্র হিসেবেও পরিচয় দিতে খুব গর্ব হয়। মোনঘর না থাকলে হয়তো লেখাপড়ায় এতদূর আসা সম্ভব হতো না। দূরে থাকলেও মোনঘরকে সব সময় মনে পড়ে। তাইতো দীর্ঘ ছুটি পেলে ছুটে যাই মোনঘরে।

প্রকাশন চাকমা
৩য় বর্ষ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কুয়েট

ধন্য আমি

আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষার আলোর প্রসারে মোনঘরের অবদান অবিস্মরনীয়। এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে Higher Education Loan Program (HELP) বিশেষভাবে উলেণ্টখযোগ্য এই HELP পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রত্যন্ড় অঞ্চল হতে আগত অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

মোনঘরে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ ছুটির সময় HELP-ভুক্ত উচ্চ শিক্ষার্থীরা ছোট ভাইবোনদের পড়ায়। সেসময় মোনঘরে এসে সবাই একত্রিত হয়। তখন সেটা সত্যিই এটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। এই মহান কাজের অংশীদার হতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমিও ধন্য। HELP প্রোগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্যে যারা সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রনয় চাকমা
৩য় বর্ষ, ডিপেণ্টামা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম

হেলপ্ আমার শিক্ষার পথকে সুগম করেছে

মোনঘর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিসত্তার গরীব ও অসহায় ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করছে। শুধু পাহাড়ীরা নয় কিছু বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীও পড়াশুনা করে। তাই বলা যায় এ প্রতিষ্ঠান পাহাড়ের বুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন ও বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যর প্রতীক।

আমিও এ প্রতিষ্ঠানের একজন সাবেক শিক্ষার্থী হিসেবে গর্ববোধ করি এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী দেখে। যেমন, মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ঝরে পড়াদের সাবলম্বী করার জন্য হস্ড়শিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সেই সাথে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী বা মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতাধীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘টিচিং প্রোগ্রাম’। মোনঘরের সবচেয়ে বড় অর্জন হল এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় চাকুরি করছেন এবং সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে ‘দি মোনঘরীয়ান্স’ যার মাধ্যমে এখন মোনঘরের ঐউখচ কর্মসূচীকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আমিও এই (HELP)-এর একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সুযোগ পাচ্ছি, যা আমার শিক্ষার পথকে অনেক সুগম করেছে। মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে থাকুক এ কামনা করছি।

নিপন ত্রিপুরা
৪র্থ বর্ষ, মনস্ড়ত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার জীবনে মোনঘর

তিন পার্বত্য জেলায় মোনঘর এক নামেই পরিচিত। আমার জীবনের শৈশবকাল কেটেছে এই মোনঘরেই। এই মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়েই আমার পড়ালেখা এবং এখান থেকে ২০১৩ সালে এসএসসি পাশ করি। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হই। কিন্তু পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার যা খরচ লাগে তা আমার পরিবারের পক্ষে পুরোপুরি বহন করা সম্ভব ছিল না। এরপর উচ্চ শিক্ষা সহায়তার জন্য মোনঘর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই। আমাদের আবেদন বিবেচনা করে আমাকে এখন HELP প্রোগ্রাম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই সাহায্য পেয়ে এখন নির্বিঘ্নে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারছি। আশা করি, লেখাপড়া শেষ করে আমিও HELP-কে সহযোগিতা করতে পারবো। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এবং বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

নিটোল চাকমা
২য় বর্ষ,
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

মোনঘর আমার অনুপ্রেরণা

মোনঘর আবাসিক উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করার পর আমি হেল্প প্রোগ্রামের আওতায় ঢাকা নটরডেম কলেজ থেকে এইসএসসি পাশ করি। বর্তমানে ঢাকায় সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ‘ব্যাচেলর অব এডুকেশন’ (সম্মান) ২য় বর্ষে অধ্যয়ন করছি। মোনঘরের হেল্প প্রোগ্রাম হতে সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে ঢাকায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। এ প্রোগ্রামই আমাকে লেখাপড়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগাচ্ছে। এ প্রোগ্রামের জন্য যারা আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছেন এবং যারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে অর্থ সংগ্রহ করছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

হেভেন চাকমা
২য় বর্ষ,
সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে, ঢাকা

পাহাড়ে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মোনঘর

পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে যেসব শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, এতিম, যাদের মা-বাবাদের পড়ালেখা করানোর সামর্থ্য নেই তাদের শিক্ষা দানের জন্যে মোনঘর অদ্বিতীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মোনঘর গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে এসব ছিন্নমূল ও সুবিধা-বঞ্চিত ছেলেমেয়ের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মোনঘরকে অনেকে মিলনকেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, যেখানে পাংখো, খুমী, লুসাই, মুরং, মারমা, তংচঙ্গ্যা, বম, খিয়াং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা এবং সাঁওতালসহ সব জাতিগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করতে আসে। একসাথে এত জাতিগোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে পড়ালেখা করে বাংলাদেশের এরকম আরো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে বলে আমার জানা নেই। এরকম প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন (২০০৭-২০১১) ছাত্র হিসেবে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি।

বলা বাহুল্য, আমিও এসেছিলাম বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ঠেগা নামক দুর্গম এলাকার আন্দার মানিক গ্রাম থেকে। মোনঘর না থাকলে আমার শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতো কী না জানি না। আর মোনঘরের HELP-এর সহযোগিতা না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব হতো না। এজন্য আমি মোনঘরের প্রতি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ নই দায়বদ্ধও। এখন অনুভব করি, মোনঘরের একজন ছাত্র হিসেবে সমাজের প্রতি দায়ভারও আমার উপর কোন অংশে কম নয়। পড়ালেখা শেষ করে আমরা যেন আমাদের দায় মেটাতে পারি - সেই অঙ্গীকার করছি। মোনঘরের HELP কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রাসেল চাকমা
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ১ম বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Moanoghar has changed the turn of my life

I have come from a very remote village called Shukna Chari situated in the India-Bangladesh border area in Barkal Upazila of Rangamati Hill District. This is a village where no civic facilities has reached even after four decades of independence of Bangladesh. Being a son of such a village, it was beyond my imagination to receive education let alone going to a university. But I got a golden opportunity for admission into Moanoghar in 2007, when Raja Devasish Roy, Chakma Circle Chief accompanied by some teachers of Moanoghar Residential School including Jhimit Jhimit Chakma, Shishir

Kanti Chakma paid a visit to our village. This was not a world shaking event, but it changed the turn of my life. I was inspired by the Principal of Moanoghar, Jhimit Jhimit Chakma, who used to tell us, "everyone has the right to a high ambition and has the ability to fulfill it."

Being a student at Moanoghar what I learned and achieved was incomparable with others. It provided us not only education, but also the teaching of mutual respect, love and harmony to live with others in a diverse cultural environment. Moanoghar laid the foundation of my education. Thanks to Moanoghar, I am now pursuing my education in the university. To me, Moanoghar is a school of togetherness, brotherhood, harmony in diversity and a symbol of high hopes and aspirations of the many of the indomitably meritorious students of the hills. I express my firm resolution to contributing to the work of Moanoghar in the future.

Nishakar Chakma
2nd year
Department of Banking
University of Chittagong

Moanoghar and 'The Moanogharians' to fulfill my dream

Moanoghar is a well-know educational institution in the hill tracts. Its name has spread beyond Bangladesh. In 2011 when I completed my SSC with an outstanding score from Moanoghar Residential School, I was looking for admission into a reputed college in Dhaka. Without thinking much I applied for and completed all admission process at Notre Dame College. Then I realised that Dhaka was too expensive to continue my studies there. That time, the HELP, a brainchild of 'The Moanogharians', was the only hope for me. With support from the HELP, I completed my HSC with GPA 5.00 from Notre Dame College. Now I am studying at the University of Dhaka.

Thanks to HELP of Moanoghar, I do not need to worry about my daily living expenses in the University. I can devote myself to studies. I strongly feel proud of being a part of the 'Moanogharians', the alumni association of Moanoghar students. I wish this HELP of the Moanogharians continue for good to fulfill dreams of the talented students, who in turn will illuminate the nation with the light of wisdom.

Amar Shanti Chakma
2nd year, Department of Geography
University of Dhaka

HELP is an audacity for my study

Every student has a dream to receive higher education in a reputed institution. I also had such a dream after completing my SSC. But it struck me most that a large number of students 'disappeared' from educational institutions after SSC or HSC. Only a few of them could come to higher educational institutions or technical institutes. The main reason behind it was lack of financial support either from families or any institutions.

The High Education Loan Program (HELP) of Moanoghar is such an innovative idea to provide financial support to the financially insolvent, but meritorious students from Moanoghar as well as the hill tracts. Like many other students, I am also a student of a family which is completely unable to bear my educational expenses. Thanks to HELP, I has been able to complete my HSC in Notre Dame College. Now I am in the University to pursue my higher studies. I had the audacity to come to the University only because of the HELP of Moanoghar.

I express my thanks to all contributors of HELP and the Moanogharians for their self-sacrifice and generosity. May HELP live long to build the future of the thousands of brilliant students in the hills.

Himel Chakma

HELP in the making of me

We, my younger sister and me, are studying. I am studying at the University of Chittagong in the Department of International Relations. Frankly speaking, my parents were unable to bear educational expenses for us let alone making both ends meet. What I am now, and in the making of myself in the future, I acknolwedge support of HELP. I express my thanks to all contributors to HELP of Moanoghar.

Jess CU
2nd year, Department of International Relationship

I owe to Moanoghar as much as I do to my parents

Moanoghar is a well-known place to nourish talents and knowledge. In the making of this Moanoghar, the roles of the Buddhist monks must be written down in golden letters. As a student of Moanoghar, I bow to them, whose loving kindness, dedication and thoughts have changed the lives of the many in the Chittagong Hill Tracts.

I have come of a farmer's family in the remote area of CHT. We are six brothers and sisters. Now 3 brothers and sisters are doing honours courses and one brother is a teacher. Thanks to Moanoghar. Without Moanoghar, it was completely impossible for us to receive education in our lives.

The Higher Education Loan Program (HELP) is a result of the sensible thinking of Moanoghar and the Moanogharians. Without this very HELP, I could not imagine of higher education. I owe to Moanoghar as much as I do to my parents. I express my solemn commitment to work for advancement of Moanoghar in the future.

Mintu chakma
2nd year, Department of Anthropology

HELP, an example of solidarity and cooperation

The HELP of Moanoghar is a glaring example of solidarity and cooperation about how to promote higher education among the meritorious students in the Chittagong Hill Tracts. This HELP is basically being supported by the former students of Moanoghar i.e. the Moanogharians. Not only the students of Moanoghar, but also other meritorious students from CHT, who are financially insolvent, can avail of the support from HELP. The spirit of HELP reminds us of our social responsibility. Being one of the beneficiaries of HELP, I am very much grateful to the authorities of Moanoghar and the Moanogharians.

Ronal Chakma
4th Year,
Department of English, DU.

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয়

রোনাল চাকমা

শুভকর চাকমা

সুচিনা চাকমা

নিপন ত্রিপুরা

সুলভ চাকমা

ডসিংনু মারমা

ভানরাম থিণ্ডর বম

সুপন চাকমা

থৈ অং মারমা

তপন চাকমা

প্রকাশন চাকমা

অন্ড্রু দেওয়ান

পুরক চাকমা

অমর শান্তি চাকমা

হেভেন চাকমা

অর্পন চাকমা

পল্লব চাকমা

মিন্টু চাকমা

হিমেল চাকমা

জেস চাকমা

নিশাকর চাকমা

হিতৈষী চাকমা

অননিতা চাকমা

কাজলিকা দেওয়ান

সুনীল চাকমা

বিদর্শন দেওয়ান

পাই মং মারমা

রেং ইয়ং ম্রো

ম্রাগ্যপ্রু মারমা

দিনট চাকমা

শান্তিজীবন চাকমা

উলা চিং চাক

যোগেশ্বর ত্রিপুরা

জেরিকো চাকমা

হেলি চাকমা

হ্লাথোয়াই চিং মারমা

রাসেল চাকমা

মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং

জয়া ত্রিপুরা

সুইউক্রই মারমা

জিগীষা চাকমা

অপূর্বা চাকমা

প্রিয়াংকা চাকমা

দীপন চাকমা

সাপন্টী চাকমা

পলিটেকনিক

প্রনয় চাকমা

অসীম চাকমা

নিটোল চাকমা

এইচ, এস, সি সমাপনি’ ১৫

র[illegible]নি চাকমা

শোভারাণী চাকমা

চিং ইয়ং ম্রো

২০১৪ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব (জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১৪)

ক) আয়ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	পূর্বের জের	২৪০২৬	
২	উচ্চশিক্ষার ঋণ কার্যক্রমের জন্য চাঁদা	৩৬০৭০০	মোট ১২৬ জনের কাছ থেকে সংগ্রহ
৩	বই (বুকলেট) বিক্রয়	৬৮৫০	
৪	মোট আয়	৩৯১৫৭৬	

খ) ব্যয়ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে ঋণ প্রদান	২৫৭০০০	
২	জ্বালানী তৈল (অকটেন)	৫৫৫০	
৩	ফটোকপি এবং অফিস স্টেশনারী	৬৪৫	
৪	যোগাযোগ এবং যাতায়াত	১০৭৯০	
৫	আপ্যায়ন	৫৭৩০	
৬	মোনঘরকে ঋণ পরিশোধ	৫০০০০	
৭	বই (বুকলেট) ছাপানো	১৮০০০	
৮	হল ভাড়া	৩০০০	মিটিং
৯	সন্মানি	১৩৮০০	চাঁদা উত্তোলনের জন্য
মোট ব্যয়		৩৬৪৫১৫	

স্থিতি (ক - খ) ঃ ২৩,০৬১/- টাকা

২০১৫ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব (জানুয়ারী - জুন ২০১৫)

ক) আয়ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	পূর্বের জের	২৩০৬১	
২	উচ্চশিক্ষার ঋণ কার্যক্রমের জন্য উত্তোলিত চাঁদা	২২৯১৫০	মোট ১৬৪ জন থেকে সংগ্রহ
৩	অন্যান্য	-	
৪	মোট আয়	২৫২২১১	

খ) ব্যয়ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে ঋণ প্রদান	১৯১৩৫০	
২	জ্বালানী তৈল (অকটেন)	৩৮০০	
৩	ফটোকপি এবং অফিস স্টেশনারী	২২০০	
৪	যোগাযোগ এবং যাতায়াত	২০৭০	
৫	ব্রশিউর	৬৬০০	
৬	রশিদ বই	১২০০	২০০০ (পাতা/রশিদ)
৭	ছাত্রদের অতিরিক্ত সাপোর্ট	৪০০০	
৮	সন্মানি	১৫০০০	চাঁদা উত্তোলনের জন্য
মোট ব্যয়		২২৬২২০	

স্থিতি (ক - খ) ঃ ২৫,৯৯১/- টাকা

মোনঘর- দি মোনঘরিয়ান্স উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীতে ২০১৪ সালে যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের তালিকা (আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো হয়েছে)ঃ-

১ অশোক কুমার চাকমা
২ অশোক চাকমা
৩ অনীল বিহারী চাকমা
৪ অবিরত চাকমা
৫ অজিত কুমার চাকমা
৬ অরুপন বিকাশ বড়ুয়া
৭ অনিমেষ চাকমা
৮ অনুমোদর্শী দেওয়ান
৯ এ্যাডঃ অনুপম চাকমা

---

১০ অজিত ময় তংচঙ্গ্যা
১১ আনন্দ চাকমা
১২ আলো প্রিয় চাকমা
১৩ আশিষ কুমার তং
১৪ ডাঃ আশিষ কুমার তংঞ্চগ্যা
১৫ উসাজাই মারমা
১৬ এ্যাডঃ ঊষাময় খীসা
১৭ কমল জ্যোতি চাকমা
১৮ কানন দেবী চাকমা
১৯ কিরন ময় চাকমা
২০ কীর্তি নিশান চাকমা
২১ খোকন মনি চাকমা
২২ গুনলংকার ভিক্ষু
২৩ মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল
২৪ জ্ঞান প্রিয় চাকমা
২৫ জ্ঞান দীপ্ত চাকমা
২৬ ডাঃ চৈলুমং চাক্
২৭ চঞ্চু চাকমা
২৮ চারু বিকাশ ত্রিপুরা

২৯

৩৮ তপন চাকমা
৩৯ থিমোতি খিয়াং
৪০ দুকুল কান্তি চাকমা
৪১ দুর্গেশ্বর চাকমা
৪২ দীপক চাকমা
৪৩ ধনমনি চাকমা
৪৪ ধন রঞ্জন ত্রিপুরা
৪৫ দীপংকর চাকমা
৪৬ ধ্রুব চাকমা
৪৭ নন্দ কিশোর চাকমা
৪৮ নয়ন জ্যোতি চাকমা
৪৯ নমিতা চাকমা
৫০ নভেন্দু চাকমা
৫১ নিহার কান্তি চাকমা
৫২ নিখিল চাকমা
৫৩ নিখিল মিত্র চাকমা
৫৪ নিগিরা ধন চাকমা
৫৫ নেপোলিয়ন দেওয়ান
৫৬ পলাশ খীসা
৫৭ প্রিয়তর চাকমা
৫৮ প্রতিপদ দেওয়ান
৫৯ প্রীতি কুসুম চাকমা
৬০ প্রমোদ শেখর চাকমা
৬১ প্রনবিন্দু চাকমা(জ্ঞানলাল)
৬২ প্রনয়ন খীসা
৬৩ প্রসূনা দেওয়ান(জেসমিন)
৬৪ পুষ্পধন চাকমা
৬৫ পুর্বা খীসা

৬৫	পুর্বা খীসা
৬৬	পূর্ণ জ্যোতি চাকমা
৬৭	ডাঃ পূর্ণ জীবন চাকমা
৬৮	প্রিয় জীবন তালুকদার
৬৯	ডাঃ বিনোদ শেখর চাকমা
৭০	বিনোদন ত্রিপুরা
৭১	বিপ্লব চাকমা ১
৭২	বিপ্লব চাকমা ২
৭৩	বিমলেশ্বর চাকমা
৭৪	বুদ্ধদত্ত মহাথের
৭৫	ভাগ্যমনি চাকমা
৭৬	মংচেনুক মারমা
৭৭	মুক্তি চাকমা
৭৮	মেমোরি চাকমা
৭৯	মেরিট চাকমা
৮০	মৃনালেন্দু চাকমা
৮১	মাসিং নেওয়ার
৮২	যুগান্তর চাকমা
৮৪	রেবতি চাকমা
৮৫	রতন কুমার চাকমা
৮৬	রবিধন চাকমা
৮৭	রাজিব চাকমা
৮৮	রবি রঞ্জন চাকমা(প্রতুল)
৮৯	লিটন চাকমা
৯০	শরৎ জ্যোতি চাকমা
৯১	শ্বাশত প্রিয় চাকমা
৯২	শান্তনু চাকমা
৯৩	শুভদর্শী ভিক্ষু
৯৪	শান্তি কুমার চাকমা
৯৫	এ্যাডঃ শিশু মনি চাকমা
৯৬	সুজন চকমা
৯৭	সন্ধ্যা চাকমা
৯৮	সুব্রময় চাকমা
৯৯	সুমেন চাকমা
১০০	সত্রং চাকমা
১০১	সুরতি চাকমা
১০২	সাগর ময় চাকমা
১০৩	সমর বিজয় চাকমা
১০৪	সুগত দর্শী চাকমা
১০৫	সুখী প্রিয় চাকমা
১০৬	সুজিত মিত্র চাকমা
১০৭	সুদর্শী ভিক্ষু(দুলাল)
১০৮	সুখেশ্বর চাকমা
১০৯	সত্যদর্শী ভিক্ষু
১১০	সাধনা কীর্তি চাকমা
১১১	সুশোভন চাকমা
১১২	সুবাস চাকমা
১১৩	সুব্রত দেওয়ান
১১৪	সুব্রত চাকমা
১১৫	সুযশ চাকমা
১১৬	সুশীল জীবন চাকমা
১১৭	সূর্য ব্রত ত্রিপুরা
১১৮	সুপন চাকমা
১১৯	সুজাতা চাকমা
১২০	সোনাধন চাকমা
১২১	সুরজা চাকমা
১২২	স্বর্ণ জ্যোতি দেওয়ান
১২৩	হিমা চাকমা
১২৪	হেমন্ত বিকাশ চাকমা
১২৫	হরি পূর্ণ ত্রিপুরা
১২৬	হিমাংশু বিমল চাকমা

মোনঘর- দি মোনঘরিয়ান্স উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীতে ২০১৫ সালের জানুয়ারী-জুন মাসের মধ্যে যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের তালিকা (আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো হয়েছে) ঃ-

১	অশোক কুমার চাকমা	৩৫	চঞ্চু চাকমা
২	অবিরত চাকমা	৩৬	চালাউ চাক
৩	অমল কুমার চাকমা	৩৭	চারু বিকাশ ত্রিপুরা
৪	অরুপন বিকাশ বড়ুয়া	৩৮	চিন্ময়ী চাকমা
৫	অরুন কান্তি চাকমা- ১	৩৯	চিংহ্লা মং চাক
৬	অর্চনা তালুকদার	৪০	ডাঃ চৈলুমং চাক্
৭	অশোক কুমার খীসা	৪১	জটিল বিহারী চাকমা
৮	অনিমেষ চাকমা	৪২	জয়তী চাকমা
৯	অরুন কান্তি চাকমা -২	৪৩	জিনি চাকমা
১০	অজিত ময় তংচঙ্গ্যা	৪৪	জিতায়ন চাকমা
১১	অনুমোদর্শী দেওয়ান	৪৫	জীবন বিকাশ চাকমা
১২	এ্যাডঃ অনুপম চাকমা	৪৬	জুলিয়েন চাকমা
১৩	অরুন দর্শী চাকমা	৪৭	জেসমিন দেওয়ান
১৪	আনন্দ চাকমা	৪৮	জ্ঞানলোক মহাথের
১৫	আলো চাকমা	৪৯	জ্ঞান দীপ্ত চাকমা
১৬	আনন্দ মিত্র চাকমা	৫০	জ্ঞান প্রিয় চাকমা
১৭	ডাঃ আশিষ কুমার তংঞ্চগ্যা	৫১	ঝুমা দেওয়ান
১৮	আলোপ্রিয় চাকমা	৫২	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা
১৯	উজ্জ্বল কান্তি চাকমা	৫৩	তপন চাকমা
২০	উচি মং চৌধুরী	৫৪	তুষার কান্তি চাকমা
২১	উদ্ভাসন চাকমা	৫৫	থিমোতি খিয়াং
২২	এ্যাডঃ ঊষাময় খীসা	৫৬	দয়াল মোহন চাকমা
২৩	এ.এফ.এম ফেরদৌস	৫৭	দিলীপ কুমার চাকমা
২৪	কমল জ্যোতি চাকমা	৫৮	দীপংকর চাকমা
২৫	ক্য মং উ মারমা	৫৯	দীপক চাকমা
২৬	কানন দেবী চাকমা	৬০	দীপোজ্জ্বল চাকমা
২৭	কিরন ময় চাকমা	৬১	দীপ্তা দেওয়ান
২৮	কীর্তি নিশান চাকমা	৬২	দীপায়ন চাকমা
২৯	কীর্তি লংকার চাক	৬৩	ধ্রুব চাকমা
৩০	খোকন বিকাশ বড়ুয়া	৬৪	দুর্গেশ্বর চাকমা
৩১	গঙ্গা মানিক চাকমা	৬৫	দুকুল কান্তি চাকমা
৩২	গুনলংকার ভিক্ষু	৬৬	দেবাশীষ চাকমা
৩৩	গৈরিকা চাকমা	৬৭	নবিন ধর চাকমা
৩৪	মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল	৬৮	নন্দ কিশোর চাকমা

৬৯	নতুন বিহরী চাকমা	১০৬	মংচেনুক মারমা
৭০	নমিতা চাকমা	১০৭	মানিক চাকমা
৭১	নাদিয়া রায়	১০৮	মাসিং নেওয়ার
৭২	নির্মল চাকমা	১০৯	মানস মুকুল চাকমা
৭৩	নিখিল মিত্র চাকমা	১১০	মুক্তি চাকমা
৭৪	নিখিলেশ চাকমা	১১১	মৃনালেন্দু চাকমা
৭৫	নিহার কান্ড়ি চাকমা	১১২	মৃত্তিকা রঞ্জন চাকমা
৭৬	নিরমনি চাকমা	১১৩	মেরিট চাকমা
৭৭	নিগিরা ধন চাকমা	১১৪	মেমোরি চাকমা
৭৮	নিখিল চাকমা	১১৫	মিহির কান্ড়ি চাকমা
৭৯	নিক্সন চাকমা	১১৬	যতন মারমা
৮০	নেপোলিয়ন দেওয়ান	১১৭	যুগান্ড্র চাকমা
৮১	পবিত্র ময় চাকমা	১১৮	রতন কুমার চাকমা
৮২	পলাশ খীসা	১১৯	রবিধন চাকমা
৮৩	ডাঃ পরেশ খীসা	১২০	রনেল চাকমা
৮৪	পদ্মা দেবী চাকমা	১২১	রাজিব চাকমা
৮৫	প্রীতি কুসুম চাকমা	১২২	রিকো চাকমা
৮৬	পুষ্পধন চাকমা	১২৩	রেবতি চাকমা
৮৭	পুন্য লাক্ষ চাকমা	১২৪	রুপক চাকমা (উত্তম)
৮৮	পূর্বা খীসা	১২৫	রিপা চাকমা
৮৯	পুলক রায়	১২৬	লিনা লুসাই
৯০	ডাঃ পূর্ণ জীবন চাকমা	১২৭	শশাঙ্ক বিকাশ চাকমা
৯১	পূর্ণ জ্যোতি চাকমা	১২৮	শান্ড্রু চাকমা
৯২	প্রভাতী চাকমা	১২৯	শান্ড়ি ময় চাকমা
৯৩	বাতায়ন চাকমা	১৩০	শান্ড়ি কুমার চাকমা
৯৪	ডাঃ বিনোদ শেখর চাকমা	১৩১	শিশির কান্ড়ি চাকমা
৯৫	বিনোদন ত্রিপুরা	১৩২	শুভদর্শী ভিক্ষু
৯৬	বিপ্লব চাকমা ১	১৩৩	শ্রদ্ধা লংকার মহাথের
৯৭	বিপ্লব চাকমা ২	১৩৪	সমর বিজয় চাকমা
৯৮	বিশ্বনাথ চাকমা	১৩৫	সত্রং চাকমা
৯৯	বিপ্লব চাকমা ৩	১৩৬	সত্যদর্শী ভিক্ষু
১০০	বিশ্বমনি চাকমা	১৩৭	সন্ধ্যা চাকমা
১০১	বিমলিনী চাকমা	১৩৮	সতিশ কান্ড়ি চাকমা
১০২	বীর কুমার চাকমা	১৩৯	সাগর ময় চাকমা
১০৩	বিনিময় চাকমা	১৪০	সুজন চকমা
১০৪	বুদ্ধদত্ত মহাথের	১৪১	সুগত দর্শী চাকমা
১০৫	ভাগ্যমনি চাকমা		

১৪২ সুখী প্রিয় চাকমা	১৫৪ সুচিত্র চাকমা
১৪৩ সুলভ চাকমা	১৫৫ সুরজা চাকমা
১৪৪ সুজিত মিত্র চাকমা	১৫৬ সোনাবী চাকমা
১৪৫ সুদর্শী চাকমা	১৫৭ সোনাধন চাকমা
১৪৬ সুফল চাকমা	১৫৮ স্বর্ণ জ্যোতি দেওয়ান
১৪৭ সুখেশ্বর চাকমা	১৫৯ স্বপন কুমার চাকমা
১৪৮ সুবাস চাকমা	১৬০ হিমা চাকমা
১৪৯ সুব্রত দেওয়ান	১৬১ হিরক দেওয়ান
১৫০ সুব্রত চাকমা	১৬২ হিরেন্দ্র চাকমা
১৫১ সুযশ চাকমা	১৬৩ হিমা চাকমা
১৫২ সুশীল জীবন চাকমা	১৬৪ হেমন্ত বিকাশ চাকমা
১৫৩ সুজাতা চাকমা	

বিঃ দ্রঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামের তালিকায় বানানে ভুল হতে পারে এবং তা সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর করলে কৃতজ্ঞ হব।